যুগান্তর

তারিখ 26 APR 2008
পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৭

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি গঠনে আবার পরিবর্তন আসছে

মুসতাক আহমদ

একজন সরকারি কর্মকর্তা এখন থেকে পাঁচটির বেশি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতে পারবেন না। তাদের পরিবর্তে প্রথম শ্রেণীর অন্য কোন কর্মকর্তা বা স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি হবেন সভাপতি। দেশের বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় একশ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তার অনিয়ম, দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এ আইন করতে যাচ্ছে। বিষয়টি বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। শিগগিরই তা পেশ করা হবে উপদেষ্টা পরিষদে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এ আইনটি হলে ইতিমধ্যে পাঁচের অধিক প্রতিষ্ঠানে যেসব সরকারি কর্মকর্তা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন, তাদের সেসব পদ ছেড়ে দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এর আগে এ ব্যাপারে একটি প্রজ্ঞাপন দেয়ার লক্ষ্যে গত ২২ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে একটি পত্র তৈরি হয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রণালয়েরই কিছু কর্মকর্তার কারণে তা আর জারি হয়নি। জেলা প্রশাসকদের উদ্দেশে লেখা পত্রটি বর্তমানে ফাইলবন্দি অবস্থায় পড়ে রয়েছে। উপ-সচিব বাবুল কুমার সাহা জানান, বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে বর্তমানে একটি আইন বিদ্যমান রয়েছে। নতুন উদ্যোগটি তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ায় বিষয়টি ক্যাবিনেটের অনুমোদন জরুরি হয়ে পড়েছে। এ কারণে ওই প্রজ্ঞাপন আর জারি হয়নি। গোটা বিষয়টি বর্তমানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। মন্ত্রণালয়েই তা রয়েছে বলে জানান তিনি। স্কুল ম্যানেজিং কমিটি রেগুলেশন ১৯৭৭ অনুযায়ী জেলা সদরে অবস্থিত বিদ্যালয় কমিটি : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৬

একজন কর্মকর্তা ৫টির বেশিতে সভাপতি হতে পারবেন না

কমিটি : শিক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পরিচালনা কমিটির সভাপতি হবেন ডিসি অথবা ডিসির মনোনীত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা কোন ম্যাজিস্ট্রেট। জেলা সদরের বাইরে অবস্থিত বিদ্যালয়ের সভাপতি হবেন সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার। পরে ১৯৮৮ সালে এ আইনের ধারায় সামান্য সংশোধন করা হয়। ওই আইন অনুযায়ী জেলা সদর দফতরের বাইরে অবস্থিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হিসেবে স্থানীয় শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, সমাজকর্মী, ভারপ্রাপ্ত সিনিয়র কর্মকর্তা বা অন্য কোন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিকে মনোনয়ন করা যাবে। এছাড়া বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিকে কোন নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভাপতি করতে পারবেন।

কলেজের ক্ষেত্রে এ আইনটি হচ্ছে, জেলা সদরে সভাপতি হবেন ডিসি। জেলার বাইরে ডিসি বা তার মনোনীত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বা ইউএনও সভাপতি হবেন। বিশেষ ক্ষেত্রে ডিসি বিভাগীয় কমিশনারের অনুমতি নিয়ে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিকে কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি হিসেবে মনোনয়ন দিতে পারবেন। আর মাদ্রাসার ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গভর্নিং বডি এবং ম্যানেজিং কমিটি রেগুলেশন ১৯৭৯ অনুযায়ীও জেলা সদরের মাদ্রাসার ক্ষেত্রে সভাপতি অনুরূপভাবে করা হবে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, বিগত দুই যুগের বেশি সময় ধরে এ আইন চালু ছিল। নব্বইয়ের পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক সরকারের আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অনিয়ম, দলীয়করণ চলে। এ অবস্থায় বিভিন্ন মহলের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসে আরেকটি প্রজ্ঞাপনে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং/গভর্নিং/এডহক কমিটিতে মনোনীত রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মনোনয়ন বাতিল করা হয়।

কিন্তু এ পরিপত্রের অপব্যাখ্যা দিয়ে একশ্রেণীর সরকারি আমলা নিজেরা একাধারে ৪০-৭০টি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বনে যান। ঢালাওভাবে বাদ দেয়া হয় শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সমাজসেবী, সমাজ সংস্কারসহ সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গকে। গত বছর ঢাকায় একজন সাবেক এডিসি ৬৪টি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হয়েছিলেন ওই প্রজ্ঞাপনের জোরেই।

আবার এ প্রজ্ঞাপনের জোরেই জেলা ও থানা পর্যায়ে ডিসিরা জেলার পছন্দমতো আবার টিএনওরা উপজেলার সব প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বনে গেছেন। বিভিন্ন স্থানে এ সভাপতিদের বিরুদ্ধেও উঠেছে নানা অভিযোগ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক শাখার উপ-সচিব বাবুল কুমার সাহা যুগান্তরকে জানান, ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসের পরিপত্রের ভুল ব্যবহার হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে। নতুন আইন জারি হলে স্থানীয় শিক্ষানুরাগীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অংশগ্রহণ বাড়বে। তাছাড়া সরকারি কর্মকর্তাদের সরকারি কাজে এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনায়ও যথাযথ মনোযোগ দিতে পারছেন না। বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক ডিসি ও ইউএনও এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে অবহিতও করেছেন। এ কারণে নতুন আইনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।